রমজানের পড়াশুনা

পর্ব-৯

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ সিরিজ

পবিত্র মাস রমজান থেকে সর্বাধিক পুরষ্কার পাওয়ার জন্য শারীরিক ও আধ্যাত্মিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করার অন্যতম সেরা উপায় হ'ল রমজান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে সংশোধন করা।

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ এই সিরিজটি আশাকরি সকলের ভাল লাগবে।

প্রকাশনায়ঃ প্রবাস-ই-প্রকাশনী, কানাডা
সম্পাদনায়ঃ মাসুদ আলী

আল বিদা মাহে রমজান

আল্লাহর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। আল্লাহ আমাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট নেয়ামত হিসেবে ইসলামকে দান করেছেন, আমাদেরকেও অসীম নেয়ামতের কারণেই ইসলামের অনুসারী করেছেন, আমাদেরকে উত্তম জাতির একজন হওয়ার সম্মান দিয়েছেন, আমাদেরকে আখেরি উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য দিয়েছেন। হাদিসে আছে, উম্মতের দিক থেকে এই উম্মত সবার পরে এসেছে কিন্তু শেষ বিচারের দিনে এই উম্মতকেই আল্লাহ সবার সামনে রাখবেন।

আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া তিনি আমাদেরকে কুরআন দিয়েছেন এবং সেই কুরআনের ওপর ঈমান আনার তাওফিক আমাদেরকে দিয়েছেন, আল্লাহ লাইলাতুল কদর দিয়েছেন, যে রাতটি হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। আগের সব জাতি রামাদান পেয়েছে, কিন্তু প্রতিবছর এই উম্মতকে তিনি লাইলাতুল কদর পাওয়ার সুযোগ দিয়েছেন, এর আগে অন্য কোনো জাতি এই নেয়ামতটা পায়নি। আমরা অনেক বেশি সৌভাগ্যবান। আবার একইসঙ্গে আমরা দুর্ভাগাও বটে, কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই এই নিয়ামতের বিষয়গুলো অনুধাবণ করতে পারছে না।

এইতো মাত্র কয়েকদিন আগের কথা। রোজা লকডাউন পরিস্থিতিতে রোজা কীভাবে পার করবো? মসজিদ বন্ধ ছিল কীভাবে, কোন পদ্ধতিতে কোন ইবাদত করব তা নিয়ে আমরা পেরেশান ছিলাম। অথচ, দেখতে দেখতে রোজা শেষ হয়ে গেলো। এবারের রোজাটা মনে হলো চোখের পলকেই চলে গেলো।

মূলত এই বিষয়টা জীবনের একটি রূপক চিত্র, আমাদের জীবনটাও ঠিক সেভাবেই চলে যাচ্ছে। মাত্র আমাদের যাদের বয়স ২০ বা ৩০ বা ৪০ বছর হয়েছে, তারা যদি ১০ বছর আগের বা ২০ বছর আগে ৩০ বছর আগের কোনো দৃশ্য বা স্মৃতিকে স্মরণ করে তাহলে তার মনে হবে এইতো সেদিনের মাত্র ঘটনা। অথচ প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকের জীবনগুলো শেষ হয়ে যাওয়ার পথে। রামাদানের হুট করে চলে যাওয়ার এ বাস্তবতা আমাদেরকে এই শিক্ষাই দেয় যে, ঠিক এমনিভাবে একদিন জীবনের মেয়াদও হুট করেই শেষ হয়ে যাবে।

শয়তানের অন্যতম একটি কৌশল হলো মানুষকে ধর্মের বিষয়ে অনাগ্রহী এবং নিষ্ক্রিয় করে ফেলা। শয়তান কাউকে ওয়াসওয়াসা দেয় এই বলে যে, জীবনটা ভোগ করো, বয়স তো পড়ে আছে, আবার কাউকে বলে, হজ্জের পর থেকে ভালো হয়ে যেও। অথবা আগামীকাল থেকে ভালো হওয়ার জন্য উসকানি দেয়। কিন্তু সমস্যা হলো, যারা আগামীকালের জন্য ফেলে রাখে, তারা নিজেদের জীবনকে আর কখনোই পালটাতে পারে না। পরিবর্তন করতে চাইলে এখুনি, এই মুহূর্ত থেকেই করতে হবে। ভবিষ্যতের ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রন নেই, কিন্তু আল্লাহর রহমতে বর্তমানকে কাজে লাগানোর সুযোগ আছে। সময় চলে যাওয়ার পর আমরা যতই আফসোস করি, আল্লাহ আর কোনো সুযোগ আমাদেরকে দেওয়া হবে না। আল কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

> "আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।" *(সুরা মুনাফিকুন: ১০-১১)*

তাই আসুন, আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে থেকে সময় অপচয় না করি। আল্লাহ নামাজের সময় হলে সব কাজ বাদ দিয়ে ছুটে যেতে বলেছেন।

> "জুমআর দিন যখন নামাযের জন্য তোমাদের ডাকা হয় তখন আল্লাহর যিকরের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও।এটাই তোমাদের জন্য বেশী ভাল যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে।" *(সুরা জুমআ: ৯)*

আমরা যেন ইবাদতের সময়কে পার না করি, অন্য কাজ করতে গিয়ে ইবাদতকে ঝুলিয়ে না রাখি, আমরা যেন ইবাদত করতে গিয়ে অলসতা না করি, একই ইবাদত করতে করতে আমাদের মধ্যে যেন একঘেয়েমি না আসে। রাসুল (সা.) সবসময় এই ধরনের পরিস্থিতি থেকে হেফাজত চেয়ে দুআ করতে বলেছেন।

রাসুলের (সা.) বিখ্যাত এই হাদিসটি আমরা সবাই জানি,

৫টি জিনিস আসার আগে ৫টি জিনিসের গুরুত্ব দাও _-

১। জীবনকে মৃত্যু আসার আগে। ২। সুস্থতাকে অসুস্থ হওয়ার আগে। ৩। অবসর সময়কে ব্যস্ততা আসার আগে। ৪। যৌবনকে বার্ধক্য আসার আগে এবং ৫। স্বচ্ছলাতাকে দারিদ্রতা আসার আগে।"
-[সহীহুল জামে ১০৭৭]

রোজা চলে যাচ্ছে, আমরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবো। আমাদের যা কিছু এই মাসে অর্জন হয়েছিল তা ক্রমান্বয়ে হালকা হয়ে যাবে। এটা বাস্তব, কারণ রোজার মাসের একটি সার্বিক পরিবেশ আছে যা সারা বছর থাকে না। কিন্তু এই যুক্তিতে যদি আমরা নিজেদের মানের পতনকে জায়েজ করে ফেলি, তাহলে আমাদের এক মাসের যাবতীয় প্রশিক্ষণ বিফলে চলে যাবে। আমরা এই মাসে একটু হলেও আমল করেছি, যৎসামান্য তাকওয়া অর্জন করেছি, যতটুকু ঈমান অর্জন করেছি তা ধরে রাখার চেষ্টা করা দরকার।

আমরা হয়তো পুরো ১০০ ভাগ ধরে রাখতে পারবে না, তবে যতটুকু বেশি পারা যায়, রামাদানের চেতনা ও চর্চা ধরে রাখা প্রয়োজন।

রাসূল (সা.) বলেছেন প্রত্যেকটি কাজের শেষভাগটি কেমন তার আলোকেই গোটা কাজের মূল্যায়ন করা হবে। এজন্য আমাদের হাতে যতটুকু সময় আছে তার সর্বোত্তম কাজে লাগান। যদি আরও একটি রাত আমরা পেয়ে যাই তাহলে এই রাত থেকে সর্বোচ্চ ইবাদত করার চেষ্টা করা উচিত।

আপনার রোজা কবুল হলো কিনা তা বোঝার মানদন্ড হলো আপনার পরিবর্তন।

যদি রোজার পরেও আপনি রোজার আগে যেই অবস্থায় ছিলেন, আবার সেখানেই চলে যান তাহলে বুঝতে হবে আপনার রোজা পুরোপুরি কবুল হয়নি। রোজার স্বাদ আপনি পাননি। রোজা আপনার ওপর পুরোপুরি প্রভাব ফেলতে পারেননি। তাই রোজার আগের জীবনে আর যাওয়া যাবে না। বরং রোজার অনুশীলণগুলো যতটুকু পারা যায় অব্যহত রেখে আমাদের জীবনকে ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন করার চেষ্টা করা উচিত।

তিনটি বিষয়ের ক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি করা প্রয়োজনঃ

এমনকি সবচেয়ে নেককার হিসেবে যিনি নিজেকে দাবি করেন তারও এই তিনটি বিষয়ে আরও উন্নতি করা প্রয়োজন।

একটি হচ্ছে নামাজ। নামাজের ক্ষেত্রে আমাদের আন্তরিকতা এবং আমাদের খুশু-খুযু কীভাবে আরো বাড়ানো যায় সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন। নামাজ যেন কখনোই বাদ না যায়। যারা বাদ দিচ্ছেন, তারা ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়ুন। আর যারা ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়ছেন, তারা নফল ও সুন্নাত পড়ার অভ্যাস বৃদ্ধি করুন।

কুরআন তেলাওয়াতকে নিয়মিত করা প্রয়োজন। পরিমান কম হলেও রোজার এই চর্চাটা যেন আমাদের জীবন থেকে বাদ না পড়ে যায়। আর তৃতীয়ত, আমাদের দান -সাদাকার পরিমান বৃদ্ধি করা উচিত।

ঠিক একইভাবে কিছু **গুনাহ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা প্রয়োজন।** মনের ভেতর থাকা হিংসা, রাগ, অহংকার দূর করুন। মানুষের দোষ খোঁজা এবং হিংসার চোখে অন্যকে দেখা বন্ধ করুন। ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমরা লুকিয়ে যে গুনাহগুলো করি, সেগুলো আর না করার জন্য আমরা চেষ্টা করি।

আমাদের মৃত্যু আসার আগে আমরা যেন রামাদানের এই চর্চা আর শিক্ষার আলোকে প্রতিনিয়ত নিজেদের উন্নতি করি, আমরা যেন প্রতিটি মুহুর্তকে আল্লাহর হুকুম ও ইবাদত পালনে কাজে লাগাতে পারি। আমিন।

সুত্রঃ শায়খ ইয়াসির ক্বাদির জুমার খুতবা / ভাবানুবাদঃ আলী আহমেদ মাবরুর

নবীজির (সঃ) রাতের নামাজ

"আমি এক রাতে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সালাত আদায় করেছি। নবী কুরআনের আল-বাকারাহ অধ্যায় তিলাওয়াত শুরু করেছিলেন এবং আমি ভেবেছিলাম তিনি ১০০ আয়াতের পরে থামবেন।

কিন্তু যখন তিনি এর বাইরে গেলেন তখন আমি ভেবেছিলাম যে তিনি এক রাকাতে পুরো সুরাটি পড়তে চান।

যখন তিনি আল-বাকারাহ শেষ করলেন তখন আমি ভেবেছিলাম যে তিনি রুকু করবেন কিন্তু তারপর তিনি সাথে সাথে আল-ইমরান পাঠ শুরু করলেন এবং যখন তিনি শেষ করলেন তখন তিনি আন-নিসা পাঠ শুরু করলেন।

নবী যথেষ্ট বিরতি দিয়ে খুব ধীরে ধীরে পাঠ করছিলেন এবং প্রাসঙ্গিক আয়াতে আলোচিত বিষয় অনুসারে তাসবিহ (আল্লাহর প্রশংসা) এবং দুআ (দোয়া) করলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু করলেন। রুকুতে তিনি ততক্ষণ অবস্থান করলেন যতক্ষণ তিনি কিয়ামে ছিলেন (নামাযে দাঁড়ানো)। রুকুর পর তিনি প্রায় একই সময় দাঁড়ালেন এবং তারপর তিনি সাজদাহ করলেন এবং কিয়াম করার সময় যতক্ষণ কুরআন তেলাওয়াত করেছেন ততক্ষণ সেখানে অবস্থান করেছেন।

[হুদাইফা রাঃ এই হাদীসটিকে সহীহ আল মুসলিমে বর্ণনা করেছেন- নাসাঈ]

(অবশ্যই, নবীর সমস্ত সালাত এত দীর্ঘ ছিল না। জনসম্মুখে তিনি স্বল্প সময় নিয়ে সালাত আদায় করতেন এবং অন্যান্য ইমামদেরও তা করতে বলতেন। নবী সাজদায় দুআ করতেন শুধু তাসবীহ নয় যেমন আমরা ফরজ নামাজে করি। সেজদায় কাঁদতেন। যখনই তিনি একাকী সালাত আদায় করতেন তখন তিনি তার দীর্ঘ সময় সাজদায় অতিবাহিত করতেন। যদিও অনেক সময় মুসলমানরা তাকে একাকী প্রার্থনা করতে দেখে তার সাথে যোগ দিত।)

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু উল্লেখ করেন যে,

এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য দাঁড়ালেন এবং এতক্ষণ সেখানে অবস্থান করলেন যে, আমি ভাবলাম নবী ইন্তেকাল করেছেন বা মারা গেছেন। আমি যখন সেরকম অনুভব করলাম তখন আমি উঠে দাঁড়ালাম তার পায়ের আঙুল নাড়লাম এবং আমি নড়াচড়া অনুভব করলাম তারপর আমি আবার শুয়ে পড়লাম এবং

আমি নবীকে সেজদায় বলতে শুনলাম, "হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার অসন্তুষ্টি হতে আশ্রয় চাই। আর তোমার শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাই। তোমার প্রশংসা করে শেষ করা যায় না। তুমি সেই প্রশংসার যোগ্য, যেরূপ তুমি নিজেই করেছ। "

(উচ্চারণ: আউদু বি রিদাকা মিন সাখাতিকা, ওয়া বি মুফাতিকা মিন উকুবাতিকা ওয়া বিকা মিনকা, লা উহসি থানাআন আলায়কা, আনতা কামা আথনায়তা আলা নাফসিকা)।

যখন তিনি সেজদা থেকে উঠে দাঁড়ালেন তখন তিনি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি মনে কর আল্লাহর নবী তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন?" আয়েশা উত্তর দিলেন, "আল্লাহর নবী না, দীর্ঘ সেজদার কারণে আমি ভেবেছিলাম আপনি মারা গেছেন।"

(বায়হাকী থেকে হাদিস সংগৃহীত কিন্তু দোয়াটি মুওয়াত্তা ইমাম মালিক থেকে)

নবীর একজন সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) এমন একাগ্রতার সাথে সালাত আদায় করতেন যে, তিনি যখন সেজদায় থাকতেন তখন চড়ুই পাখিরা উড়ে এসে তার পিঠে বসত। একটি পৃথক বর্ণনায়, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), অন্য একজন সাহাবী বলেছেন, আপনি যদি দেখতে চান যে আল্লাহর নবী কীভাবে সালাত আদায় করতেন, তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের কীভাবে সালাত আদায় করতেন তা দেখুন।

সহীহ মুসলিম থেকে এই দুটি হাদীস বিবেচনা করুন:

মাদান বি. তালহা বর্ণনা করেন:

আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আযাদকৃত দাস থাওবানের সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাকে জিজ্ঞাস করলাম এমন একটি কাজের কথা বলুন যা আমি করলে আল্লাহ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন বা আমি এমন একটি কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিল। তিনি কোন উত্তর দিল না। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম তিনি কোন উত্তর দিল না। আমি তাকে তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেনঃ আমি এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূলকে (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলাম এবং তিনি বললেনঃ তোমরা আল্লাহর সামনে বারবার সিজদা কর, কেননা তুমি একটি সিজদাও এমন ভাবে করো না যে যার কারণে তোমার কোন একটি মর্যাদা বৃদ্ধি না হয় এবং তোমার একটি গুনাহও দূর হয়। মাদান বলেন, তারপর তিনি

আবু আল-দারদা'র সাথে দেখা করেন এবং যখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি সাওবানের মতই উত্তর পান।

দ্বিতীয় হাদীসে রাবীয়া বি. কা'ব (রাঃ) বলেনঃ

আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম এবং তাঁর কাছে পানি এবং তাঁর যা প্রয়োজন ছিল তা নিয়ে এলাম। তিনি আমাকে বললেনঃ (তোমার যা খুশি) জিজ্ঞেস কর। আমি বললামঃ আমি জান্নাতে আপনার সঙ্গ চাই। তিনি (রাসূল) বললেনঃ এর বাইরে অন্য কিছু? আমি বললামঃ এটাই সব (আমার যা প্রয়োজন)। তিনি বললেন: তাহলে প্রায়ই সিজদায় নিজেকে নিবেদিত করার মাধ্যমে তোমার জন্য এটি অর্জন করতে আমাকে সাহায্য কর।

সুজুদ সত্যিই আল্লাহ্‌র কাছে বিনীত চাওয়া ও পাওয়ার একটি সুন্দর অভিজ্ঞতা। আমরা আমাদের কৃতকর্মের কথা চিন্তা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে পারি এবং কাঁদতে পারি, সেই সাথে জাহান্নামের আগুন থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে পারি।

সাজদায় থাকাকালীন আমরা শারীরিক ভাবে সবচেয়ে নীচু অবস্থানে থাকি। ক্ষমা, পথ-নির্দেশিকা এবং আমরা যা চাই না কেন তা আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করার এটি সেরা উপলক্ষগুলির মধ্যে একটি। আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলার জন্য এটি সেরা অবস্থানগুলির মধ্যে একটি। আসুন রমজানের এই বাকি দিন ও রাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ক্ষমা প্রার্থনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেই।

সুত্রঃ https://www.soundvision.com/article/what-the-prophet-muhammad-did-in-his-sajdah-on-the-night-of-power - Abdul Malik Mujahid / ভাবানুবাদ-মাসুদ আলী

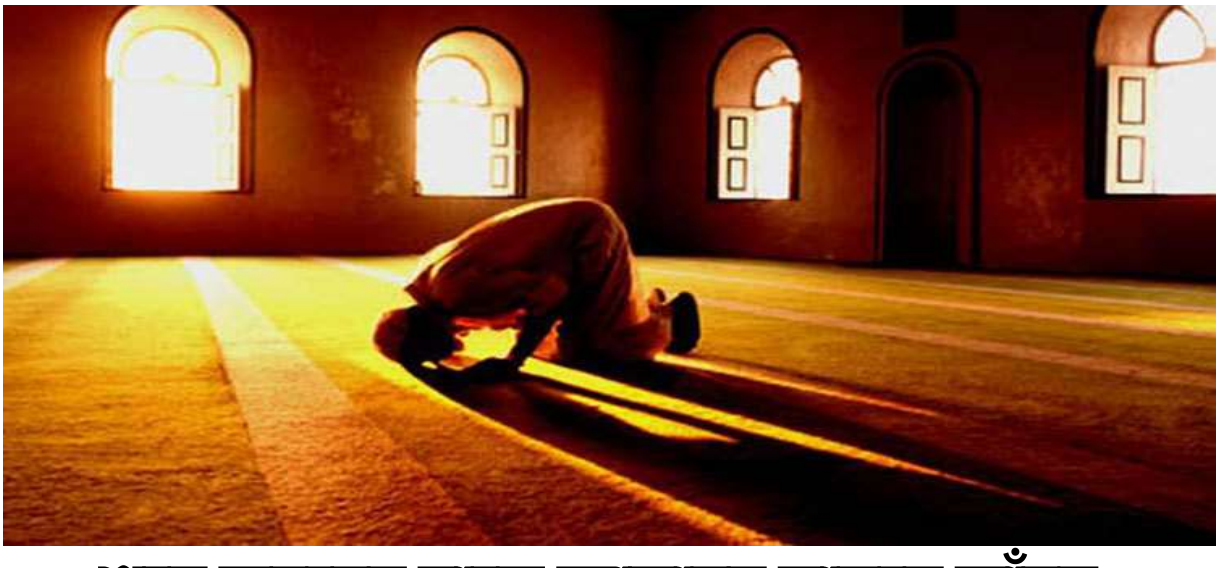

শবে কদরের রাতে আল্লাহর সামনে কাঁদুন-

এটি কোন অসম্ভব কাজ না!

আপনি শেষ কবে কেঁদেছিলেন?

ভেবে দেখুন, কখন কি কোনও দুঃখজনক ঘটনা দেখার সময় অথবা আল্লাহর সমস্ত অনুগ্রহ স্মরণ করার সময় কিংবা আল্লাহর কোন রহমতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য দুআ করার সময় আপনার চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা নোনতা পানি গড়ে পড়েছিল।

আমি হৃদয়ের উষ্ণ অশ্রুর কথা বলছি - হৃদয়ের গভীরের মর্মপীড়াদায়ক অশ্রু যা আপনার বিবেককে দংশন করে কারণ তারা সেখানে এতদিন আছে, তাদের তিক্ত লবণাক্ততা আপনার ত্বকে আঘাত করে।

শেষ কবে আপনি শিশুর মতো কেঁদেছিলেন?

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে: রমজানের শেষ দশে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোমরের বেল্ট শক্ত করতেন, সারা রাত সালাত আদায় করতেন এবং রাতের নামাজের জন্য তাঁর পরিবারকে জাগিয়ে তুলতেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

রমজানের দুই তৃতীয়াংশ চলে গেছে। আমরা ভাগ্যহত লোকেরা শীঘ্রই পরম ভাগ্যের রাত (লায়লাতুল কদর) সন্ধান করব, যা আমাদের রমজানের শেষ দশ রাতে সন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী (সাঃ) বলেছেনঃ রমজানের শেষ দশ রাত্রিতে লায়লাতুল কদরকে বেজোড় সংখ্যার রাতে তালাশ কর (বুখারী)।

আমরা পরম করুণাময়, সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর সামনে কাঁদতে পারি না।

অথচ অশ্রু প্রবাহিত হওয়া উচিত একথা স্মরণ করে যে আল্লাহ আমাদের প্রতি অফুরন্ত রহমত করেছেন এবং করছেন। এতো কিছুর পরেও আমরা তাঁর অবাধ্য হই। আমাদের যা কিছু আছে তার জন্য আমরা কখনই আল্লাহর ঋণ শোধ করতে পারি না, তবুও আমরা এখনও বড় এবং ছোট উভয় পাপই প্রকাশ্যে করি – যেমন গীবত করা, অন্য মানুষকে আঘাত করা, সত্যের পক্ষে না দাঁড়ানো, আমাদের পরিবারের সাথে খারাপ আচরণ করা, মিথ্যা বলা, লোক দেখানোর জন্য ভাল কাজ, প্রতারণা, ইত্যাদি

আল্লাহ আমাদের জন্য সমস্যা থেকে মুক্তির পথ খুলে দেন, আমাদের বোঝা লাঘব করেন, তবুও, আমরা এখনও তাঁর অবাধ্যতা করি এবং ধরে নেই যে তাঁর করুণা আমাদের উপর বর্ষিত হতেই থাকবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনি এক হাজার দিনার দান করার চেয়ে আল্লাহর ভয়ে দুই চোখের পানিকে ঝরুক এতাই চান।

এ ব্যাপারে এমন একজন ব্যক্তির সবচেয়ে বলিষ্ঠ উদাহরণ আছে যার সম্পর্কে কেউ ভাবতে পারে যে তিনি কাঁদতে পারেন, তিনি হলেন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি শক্তিশালী, নির্ভীক এবং আপসহীন বলে পরিচিত ছিলেন। তবুও, আবদুল্লাহ ইবনে ঈসা বলেন যে, ক্রমাগত কান্নার কারণে উমরের মুখে দুটি কালো দাগ ছিল।

তিনি আল্লাহকে এতটাই ভয় করতেন যে তিনি একবার বলেছিলেন, "যদি কেউ আকাশ থেকে ঘোষণা করে যে একজন ব্যক্তি ছাড়া সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে আমি ভয় করব যে সে ব্যক্তি আমি হব।"

উমর (রাঃ) ছিলেন শক্তিশালী বিশ্বাসীদের একজন। তবুও তিনি কাঁদতেন এবং আল্লাহকে ভয় করতেন। এবং আবু বকর (রাঃ), তিনি কেবল তার কান্নার জন্য পরিচিত ছিলেন। এই লোকেরা দিনে মানুষের সেবা করতে ভালবাসত এবং রাতে মানবতা রক্ষার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ভিক্ষা করে সময় কাটাত। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

আসুন আমরা আরও চিন্তাশীল হই এবং আমাদের পাপের জন্য সচেতনতা এবং ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করি, সেইসাথে আমাদের হৃদয়ে কোমলতার চাষ করি। সাহসী ও ধার্মিক উমর যদি এটি করে থাকেন তবে আমাদের এটি করার আরও বেশি প্রয়োজন এবং তাগিদ রয়েছে।

আজ সারা বিশ্বের মানুষ অশান্তিতে আছে। আমাদের হৃদয় দিয়ে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা এবং লাঞ্ছিত মানবতার জন্য তাঁর দরবারে দোয়া আমাদেরকে আল্লাহ্‌ এবং মানুষের কাছাকাছি নিয়ে আসবে।

সুত্রঃ https://www.soundvision.com/article/crying-in-front-of-allah-on-the-night-of-power-its-not-impossible / Abdul Malik Mujahid / ভাবানুবাদ-মাসুদ আলী

দোয়া বা প্রার্থনা, ইবাদতের একটি অত্যাবশ্যক রূপ। এগুলি আল্লাহর সাথে সরাসরি যোগাযোগের একটি রূপ, এবং রমজানের শেষ রাত যত ঘনিয়ে আসে, আল্লাহ্‌র রহমত আরও বহুগুণ বেড়ে যায়। এটি এমন একটি সময় যা পরবর্তী রমজান পর্যন্ত আর একটি বছর ফিরে আসবে না।

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “তিনটি দোয়া (আল্লাহর কাছে) প্রত্যাখ্যান করা হবে না: সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দোয়া, রোযাদারের দোয়া এবং মুসাফিরের দোয়া।’
[বায়হাকী ও তিরমিযী]

প্রায়শই, দোয়া আরবীতে বলা হয়, কিন্তু অনেক অ-আরবী ভাষাভাষীদের দোয়ার গভীর অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয়। যাইহোক, দোয়া যে কোন ভাষায় করা যেতে পারে, কারণ আমরা নিজেরাই করার আগে আল্লাহ জানেন আমাদের অন্তরে কি আছে।

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন: “তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।“
[আল মুমিন- ৬০]

রমজানের শেষ দিনগুলো আল্লাহর কাছে আমাদের দুশ্চিন্তা, কষ্টগুলোকে মুক্ত করার সময় হিসেবে ব্যবহার করুন।

১. আমাদের ইবাদত কবুলের জন্য দোয়া

হে আল্লাহ, এই মাসে আমার প্রচেষ্টা, আমার সমস্ত প্রার্থনা এবং রোজা কবুল করুন এবং এসবের মাধ্যমে ভালর পাল্লায় ভারী করে দিন।

২. আমাদের ইবাদতে আন্তরিকতার জন্য দোয়া

হে আল্লাহ, আমার নিয়ত শুদ্ধ করুন এবং আপনার ইবাদতে আন্তরিক রাখুন।

৩. রমজানে শেখা ভাল অভ্যাস ধরে রাখার জন্য দোয়া

হে আল্লাহ, আমাকে পহহেজগার হতে সাহায্য করুন, আমাকে তাকওয়া দান করুন যাতে আমি রমজান মাসের বাইরেও ভাল অভ্যাস চালিয়ে যেতে পারি।

৪. পরবর্তী রমজানের জন্য দোয়া

হে আল্লাহ, আমাকে এবং আমার পরিবারকে হেদায়েত করুন এবং আমাদের সুস্থতা দান করুন যাতে আমরা আরেকটি রমজানের সাক্ষী হতে পারি।

৫. ক্ষমার জন্য দোয়া

হে আল্লাহ! আমার ছোট-বড়, প্রথম ও শেষ, প্রকাশ্য ও গোপন সব গুনাহ মাফ করে দাও (মুসলিম)।

৬. মানসিক চাপের জন্য দোয়া

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ থেকে আশ্রয় চাই। আপনার রহমতে আমি সাহায্য ও পথনির্দেশ চাই।

৭. ঈদের দিনের দোয়া

হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঈদের রহমত প্রত্যক্ষ করার অনুমতি দিন, আপনার ইবাদতে অংশ নিতে আমাদের একত্রিত করতে দিন, আমাদেরকে খুশী ও আনন্দ দিন যা আমরা আমাদের বন্ধু, পরিবার এবং প্রতিবেশীদের সাথে ভাগ করে নিতে পারি।

৮. দুঃখের সময় ধৈর্যের জন্য দোয়া

হে আল্লাহ! আমার দুঃখ লাঘব কর, আমার দুঃখ দূর কর। এই কঠিন সময়ে আমাকে শক্তি এবং ধৈর্য দাও।

৯. নিপীড়িতদের জন্য দোয়া

হে আল্লাহ! যারা নিপীড়িত তাদের শক্তি দিন, তাদের প্রতি আপনার করুণা করুন, কষ্ট লাঘব করুন এবং কাশ্মীর, মায়ানমার, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, ইরাক, ইরান, ইয়েমেন এবং বিশ্বজুড়ে আমাদের ভাই ও বোনদের সাহায্য করুন।

১০. উম্মাহর জন্য দোয়া

হে আল্লাহ! উম্মাহকে বরকত দিন এবং আমাদের ঐক্যবদ্ধ করুন যাতে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আপনার ইবাদত করতে পারি এবং আমাদেরকে সরল পথে রাখতে পারি।

১১. মৃতদের জন্য দোয়া

হে আল্লাহ! মৃতদের আত্মার প্রতি ক্ষমা ও রহমত দান করুন, তাদের আমলকে সুন্দর করুন, তাদের পাপ ক্ষমা করুন, কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন, তাদের পরিবারকে শক্তি ও ধৈর্য দান করুন, তাদেরকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে প্রবেশ দান করুন এবং তাদেরকে আমাদের উম্মতের সেরাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। .

১২. যুদ্ধ শেষ করার জন্য দোয়া

হে আল্লাহ! যারা যুদ্ধ এবং সহিংসতার কারনে মানসিক ও শারীরিক কষ্ট অনুভব করছে তাদের সকলের ব্যথা উপশম করুন, আমাদেরকে তাদেরকে সাহায্য করার এবং তাদের দুঃখকষ্টের অবসান করার শক্তি দিন।

১৩. পরকালের জন্য দোয়া

হে আল্লাহ! আমাকে সরল পথে পরিচালিত করুন, আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা আপনার জন্য সংগ্রাম করে, আগুন থেকে রক্ষা করুন এবং আমার জন্য আপনার কাছে জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করুন।

সুত্রঃ Duas for the Last Day of Ramadan / Heraa Hashmi / ভাবানুবাদ- মাসুদ আলী
https://www.soundvision.com/article/duas-for-the-last-day-of-ramadan